আবিষ্কার গাইড - ৪

আপনার জীবনের জন্য একটি পরিকল্পনা ।

জনৈক প্রচারকের ' কেন আমি যীশুকে বিশ্বাস করি শীর্ষক বক্তব্য শুনে এক ভদ্রলোক তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে চান যীশু সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন খুবিই চিত্তাকর্ষক , কিন্তু তার বক্তৃতা বাইবেল ভিত্তিক , বাস্তবে যীশু নামে কোন ব্যাক্তি এই পৃথিবীতে জন্মে থাকলে তার কোন প্রমাণ তিনি দিতে পারেন কি না ।

প্রচারক বলেন । 'খুব সুন্দর প্রশ্ন' , এবং তিনি কয়েকটি বই বের করেন , 'কিন্তু ইতিহাস স্পষ্টই যীশু খ্রীষ্টের কথা বলে ।

ভদ্রলোক বলেন , ''আমি নিজের চোখে দেখতে চাই '' ভালো কথা , এই দেখুন, বৈথিনিয়ান প্রদেশ পাল প্লিনির ১০ম পত্রমালার ৯৭ তম পত্র । রোমান সম্রাট ট্রেজানকে তিনি এই পত্র লেখেন । তার শাসনাধীন আসিয়া মাইনরের পরিস্থিতি তিনি বর্ণনা করেন । এখানে প্লিনি জানতে চেয়েছেন তিনি নব্য খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কিরূপ ব্যবহার করবেন । তিনি তাদের দ্রুত বৃদ্ধি এবং নেতা খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে রচিত গানের বিষয়ে সম্রাটকে জ্ঞাত করেন । এই পত্র তিনি মোটামুটি ১১০ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন ।

প্লিনির এই পত্র প্রেরিতগণের আমলে খ্রীষ্টধর্মের দ্রুত সম্প্রসার এবং খ্রীষ্টের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ ।

ভদ্রলোক বলেন , '' আশ্চর্য ! আমায় আর ও কিছু বলেন ।

প্রচারক আর একটি পুস্তক খুলে পাঠ করেন , প্লিনির সমসাময়িক ঐতিহাসিক টাসিটাস বর্ষপঞ্জি (১৫শ খন্ড, ৪৪ অধ্যায়) পুস্তকে রোমের অগ্নিকান্ডের সময় খ্রীষ্টানদের প্রতি সম্রাট নীরোর ঘৃণা এবং তাড়নার কথা উল্লেখ করেছেন । টাসিটাস বলেছেন খ্রীস্টান শব্দটি খ্রীষ্ট শব্দ থেকে উদ্ভূত। তিনি উল্লেখ করেছেন , খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশু খ্রীষ্ট তীবিরীয়ের রাজত্বকালে যিহুদীয়ার শাসনকর্তা পন্থীয় পিলাতের অধীনে ক্রশবিদ্ধ হন । তার বর্ণিত ঘটনা , নাম ও স্থানের সঙ্গে বাইবেলের বিবৃতির অদ্ভুত মিল যীশুর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না ।

আগন্তুক বলেন , 'বাহ ! এমন করে তো কোনদিন ভাবিনি ।

প্রচারক বলে চলেন , ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে সেলসস খ্রীষ্টানদের আক্রমন করে একটি বই লেখেন , সেকানে তিনি উল্লেখ করেছেন , খ্রীষ্টানদের শক্ত হাতে দমন করা দরকার। যদি এখন ও আপনার মনে কোন সন্দেহ থাকে তাহলে দেখবেন বাইবেলের সুসমাচার চারটির সঙ্গে নিরপেক্ষ ইতিহাসের কোন গড়মিল নাই । তখন ভদ্রলোক বুঝত পারলেন যে পবিত্র পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষ ইতিহাস ও সাক্ষ্য দেয় যে যীশু মানুষ হিসাবে এই ধরাধামে বসবাস করেছিলেন ।

১। খ্রীষ্টের চিরন্তন অস্তিত্ব

যীশু যে শুধুমাত্র একজন সৎ মানুষ ছিলেন তাই নয় , তিনি ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর। নিজের ঐশিকতা সম্পর্কে তিনি নিজে কি বলেছেন ?

‘যদি তোমরা আমাকে জানিতে, তবে আমার পিতাকেও জানিতে ; এখন অবধি তাঁহাকে জানিতেছ এবং দেখিয়াছি ..... যে । আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে । ’ - যোহন ১৪ঃ৭-৯

ঈশ্বর কে ? এবং তাঁকে কেমন দেখতে ? এই প্রশ্নের উত্তর যদি জানতে চান, তাহলে যীশুকে দেখুন , যিনি ঘোষণা করেছে ন:

‘ আমি ও পিতা, আমরা এক ’ - যোহন ১০ঃ ৩০

পিতা ঈশ্বর এবং পুত্র যীশু চিরকাল বিদ্যমান (ইব্রীয় ১:৮) । এমন কোন সময় ছিল না যখন যীশু পিতার সঙ্গে সমরূপে ছিলেন না । যীশু মানবরূপে পৃথিবীতে যে প্রেম ও তত্ত্ববধান প্রদর্শন করেছেন পিতা ঈশ্বরও অবিকল তাই করেন ।

২। খ্রীষ্ট, ইতিহাস ও ভাববাণীর কেন্দ্রবিন্দু

খ্রীষ্টের জীবন কাহিনী ভাববাণীর পূর্ণতা সাধন বলে, তাঁর জীবন চরিত তাঁর জন্মের পূর্বে ই লেখা হয়েছিল । পুরাতন নিয়মের বিবিধ ভাববাণীতে খ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত ছিল আগে থেকেই । নতুন নিয়মে তার জীবনকাহিনী পূর্ণতা লাভ করেছে ।

খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশ থেকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণ মশীহের জীবনের অসংখ্য ঘটনার পুঙ্খনুপঙ্খ ভবিষ্যদ্বানী করে রেখেছিলেন । খ্রীষ্টের পার্থিব পরিচর্য্যার প্রাককালে মানুষ তাঁর জীবনীর সঙ্গে পুরাতন নিয়মের তুলনা করে কি সিদ্ধান্ত করেছেন ?

‘ মোশি ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণ যাঁহার কথা লিখিয়াছেন , আমরা তাঁহার দেখা পাইয়াছি ; তিনি নাসরতীয় যীশু , যোষেফের পুত্র । - যোহন ১: ৪৫

আমাদের ত্রাণকর্তা নিজের পরিচয়ে ভাববাণীর সফলতা প্রদর্শন করেছেন :

‘ তিনি মোশি হইতে ও সমুদয় ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয় যে সকল কথা আছে , তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন ’ - লুক ২৪:২৫ - ২৭

সফল ভাববানীগুলি যীশুর মশীহত্বের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ।

৩। খ্রীষ্টের জীবনভাববাণীর পূর্ণতা সাধন

পুরাতন নিয়মের কতি পয় ভাববাণীর নতুন নিয়মে পূর্ণতাপ্রাপ্তি সম্পর্কে একটু আলোক পাত করা যাক ।

তাঁর জন্মস্থান

পুরাতন নিয়মের ভাববাণী :

‘ আর তুমি , হে বৈৎলেহম - ইফ্রাথা,...
তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্তা হইবার
জন্য আমার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি উৎপন্ন
হইবেন ; প্রাক্কাল হইতে, অনাদিকাল হ
ইতে তাঁহার উৎপত্তি । - মীখা ৫ ঃ ২

নতুন নিয়মে পূর্ণতাপ্রাপ্তি :

যিহূদয়ার বৈৎলে হমে
যীশুর জন্ম - মথি ২ঃ১

তাঁর কুমারীগর্ভে জন্ম

পুরাতন নিয়মের ভাববাণী ঃ

‘দেখ, এক কুমারী
গর্ভবতী হইয়া পুত্রপ্রসব
করিবে, ও তাঁহার নাম
ইম্মানুয়েল (আমাদের
সহিত ঈশ্বর) রাখিবে ।
- যিশাইয় ৭ ঃ ১৪

নতুন নিয়মে পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঃ

‘যোষেফ , দায়ূদ - সন্তান , তোমার স্ত্রী
মরিময়কে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না,
কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে ,
তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে ;
আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন , এবং
তুমি তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্তা)
- রাখিবে মথি ১ঃ২০ -২৩

যিহূদার বংশধর

পুরাতন নিয়মের ভাববাণী ঃ

‘ যিহূয়া হইতে রাজদন্ড যাইবে না ; যে পর্যন্ত যাঁহার অধিকার আছে , তিনি না আইসেন । - আদি ৪৯ ঃ ১০

নতুন নিয়মে পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঃ

‘ ফলত ঃ আমাদের প্রভূ যিহূদা হইতে উদিত হইয়াছেন , ইহা সুস্পষ্ট । - ইব্রীয় ৭ ঃ ১৪

তাঁর প্রত্যাখ্যান

পুরাতন নিয়মের ভাববাণী ঃ

‘ তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য।’ - যিশাইয় ৫৩ ঃ ৩

নতুন নিয়মে পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঃ

‘যাহার তাঁহার নিজের, তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না ’ - যোহন ১ঃ১১

শত্রুহস্তে সমর্পণ ও প্রবঞ্চকের বেতন

পুরাতন নিয়মের ভাববাণী ঃ

‘ আমার যে মিত্র আমার বিশ্বাস পাত্র ছিল ও আমার রুটী খাইত, সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাইয়াছে - গীত ৪১ : ৯

‘ আমি তাহাদিগকে কহিলাম , যদি তোমাদের ভাল বোধ হয় , তবে আমার বেতন দেও , নতুবা ক্ষান্ত হও । অত এব তাহারা আমার বেতন বলিয়া ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা তৌল করিয়া দিল । - সখরিয় ১১ ঃ ১২

নতুন নিয়মে পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঃ

‘ তখন বারো জনের মধ্যে
এক জন, যাহাকে
ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা বলা যায়,
সে প্রধান যাজকদের নিকটে
গিয়া কহিল, আমাকে কি দিতে
চান, বলুন , আমি তাহাকে
আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিব
। তাহারা তাহাকে ত্রিশ
রৌপ্যখন্ড তৌল করিয়া দিল ।
- মথি ২৬ ঃ ১৪,১৫

তাঁর ক্রুশে মৃত্যুবরণ

পুরাতন নিয়মের ভাববাণী ঃ

‘ তাহারা আমার হস্ত পদ
বিদ্ধ করিয়াছে ’ - গীত
২২ ঃ ১৬

নতুন নিয়মে পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঃ

‘ পরে মাথার খুলি নামক স্থানে গিয়া
তাহারা তথায় তাঁহাকে ক্রুশে দিল’ - লুক
২৩ ঃ ৩৩ (যোহন ২০ ঃ ২৫ দেখুন) ।

কবর থেকে নির্গমন

পুরাতন নিয়মের ভাববাণী ঃ

‘ কারণ তুমি আমার প্রাণ
পাতালে পরিত্যাগ করিবে
না, তুমি নিজ সাধুকে ক্ষয়
দেখিতে দিবে না ’ ।
- গীত ১৬ ঃ ১০

নতুন নিয়মে পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঃ

‘‘ পূর্ব হইতে দেখিয়া তিনি খ্রীষ্টেরই
পুনরুত্থান বিষয়ে এই কথা কহিলেন
যে, তাঁহাকে পাতালে পরিত্যাগ ও করা
হয় নাই তাঁহার মাংস ক্ষয় ও দেখে
নাই । এই যীশুকেই ঈশ্বর উঠাইয়াছেন,
আমরা সকলেই এই বিষয়ের সাক্ষী ।
- প্রেরিত ২ ঃ ৩১, ৩২

যীশুর জীবনকথা অলৌকিকভাবে লিখিত ছিল । প্রকৃতই যীশু ঈশ্বরের পুত্র। আজই আপনার জীবনের প্রভু নির্বাচন করে কি আপনি নিজেকে প্রভু যীশুর হাতে সঁপে দিতে চান ?

৪। ঈশ্বর পরিকল্পিত জীবন

যীশুর জীবন ছিল ঈশ্বর - পরিকল্পিত , তাঁর জন্মের শত শত বছর পূর্বে নির্ধারিত । ঈশ্বরের পরিচালনা মোতাবেক জীবন যাপন করত তিনি সততই তৎপর ছিলেন । খ্রীষ্ট বলেছেন ঃ

আমি আপনা হইতে কিছুই করি না , কিন্তু পিতা আমাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন , তদনুসারে এই সকল কথা কহি ... আমি সর্বদা তাহার সন্তোষজনক কার্য্য করি । - যোহন ৮ ঃ ২৮, ২৯

যীশুর জন্মের আগেই ঈশ্বর তাঁর মানবজীবনের খসড়াচিত্র অঙ্কন করেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের জন্য তিনি পরিকল্পনা রচনা করে রেখেছিলেন । আমাদের আন্তরিক বাসনার নিবৃত্তি এবং প্রাণপ্রাচুর্যময় জীবনের প্রতি পিতার দৃষ্টি ছিল সজাগ।

মিঃ রায় ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে - নিশ্চিত ছিলেন না । কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে তিনি ঈশ্বরকে একাগ্রচিত্তে আহ্বান করতেন । কোথায় পড়াশোনা করবেন এই নিয়ে দোটানায় পড়ে অবশেষে এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম খরচে তিনি অধ্যয়নের সুযোগ পান । সেখানে কতিপয় খ্রীষ্টবিশ্বাসীর সান্নিধ্য পেয়ে তার জীবনের আমুল পরিবর্তন হয় । তিনি স্বীকার করেছেন যে , যখনই তিনি কোন সমস্যায় পড়েছেন এবং ঐশ্বরিকসহয়াতা কামনা করেছেন , ঈশ্বর তার জন্য খুলে দিয়েছে নানা পথ ঃ]

(১) বাইবেল

গীত রচয়িতার মতে জীবনের পথনির্দেশ পুস্তক কোনটি ?

‘ তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ , আমার পথের আলোক ’
- গীত ১১৯:১০৫

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মনকে প্রশান্ত করে এবং প্রদান করে অন্তদৃষ্টি (রোমীয় ১২ : ২, গীত ১১৯ : ৯৯) সহজভাবে আমাদের অগ্রাধিকার লাভ করতে হলে নিয়মিত প্রার্থনার সঙ্গে বাইবেল চর্চা আবশ্যক ।

(২) দিব্য পরিপার্শ্বিকতা

ঈশ্বর আমাদের বিধি - নির্ধারিত পথে পরিচালনা করেন । গীত ২৩ তাঁকে উত্তম মেষপলাক রূপে চিত্রিত করেছে । মেষপালক তার মেষদের শ্যামল উপত্যকা এবং পার্বত্য গিরিসংকটের মধ্যে দিয়ে পরিচালনা করেন। আমাদের মেষপালক খুবই সন্নিকটে বিরাজ করছেন ।

(৩) ঈশ্বর সরাসরি হৃদয়ে কথা বলেন

বিবেকের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের বিবেচনা প্রদান করেন । আত্মা আমাদের অন্তদৃষ্টি খুলে দেন (ইফিষীয় ১ ঃ ১৮) । ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা যতই মিলনের অভিলাষ করি , তিনি তত ই আমাদের পরিচালিত করতে সমর্থ হন । আমাদের যুক্তি, ভাবনা এবং বিচার জ্ঞানের পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি আমাদের যথাযথ পদক্ষেপ নিতে সহয়তা করেন ।

৫। পরিচালকের ঐক্যতান

নিজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাবাবেগকে অনেক সময় ঈশ্বরের নির্দেশ বলে ভ্রম হতে পারে (হিতো ১৬ ঃ ২৫) । আমাদের অনুভূতির সঙ্গে বাইবেল শিক্ষার অবশ্যই সুসংগতি থাকবে উপরোক্ত ত্রয়ী বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে আবেগের বশে ভুল করা স্বাভাবিক ।

জেকের কথাই ধরা যাক, বড়িতে সুন্দরী স্ত্রী ও পুত্রকন্যা থাকা সত্ত্বেও সে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত । সে বলে এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা । জেকের কামনা তাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে । সে বাইবেলের সুস্পষ্ট নির্দেশ ‘ব্যাভিচার করিও না ’ ভুলে গেছে মোহের বশে। বাইবেল বলে ‘ব্যবস্থা এবং সাক্ষ্যের কাছে ’ অন্বেষন করতে (যিশাইয় ৮ ঃ ২০) বাইবেল প্রামাণ্য পথনির্দেশিকা । বাইবেল থেকে বিচ্যুতিকারী কোনপ্রকার ভাবাবেগকেই আমাদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় ।

৬। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ

শয়তান যখন যীশুকে প্রান্তরে পরীক্ষা করছিল, সে বলেছিল , ‘যদি তুমি তোমার পিতার বেদনাদায়ক পরিকল্পনা পরিত্যাগ কর, আমি এই জগৎকে তোমার হস্তে সর্মপন করব । এখানে তুমি যশ সৌভাগ্য ও আরামের জীবন উপভোগ করতে পারবে । যীশুকে পথভ্রষ্ট করতে শয়তান শাস্ত্রবাক্য থেকে পর্যন্ত উদ্ধৃতি দিয়েছিল । কিন্তু যীশু প্রত্যেক বার তাকে এই শাস্ত্রবাক্যের মাধ্যমে পরাভুত করেছিল , ’ লেখা আছে (মথি ৪ : ১ - ১১)।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণের বলিষ্ঠ শিক্ষা আমরা যীশুরজীবন থেকে নিতে পারি। গেৎশিমনির সাংঘাতিক যন্ত্রনর মধ্যেও তিনি আর্তনাদ করেছেন ’ হে আমার পিত : যদি হ ইতে পারে তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হ ইতে দূরে যাউক ; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক , তোমার ইচ্ছামত হউক (মথি ২৬ : ৩৯) তাঁর পরিচর্যা কার্য্য আরম্ভের তিন বছর পরের দিনের পর দিন ঈশ্বরের পরিকল্পনা মাফিক জীবন যাপন করে তিনি মৃত্যুকালে উচ্চারন করেছেন : ’’ সমাপ্ত হইল (যোহন : ১৯ : ৩০) । যীশু প্রকৃত পক্ষে বলতে চেয়েছেন । ’আমার ঈশ্বর - পরিকল্পিত জীবনধারা সম্পূর্ণ এবং সার্থক হল ।

ঈশ্বরের সনির্বন্ধ বাক্যের মাধ্যমে আপনি তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবন করতে শুরু করলে, প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতা , সরাসর আত্মিক প্রভাব, সব কিছুই সম্পূর্ণ হৃদয়ে উপলব্ধিক করতে সক্ষম হবেন। এর মধ্যেই খুঁজে পাবেন তাঁর পথনির্দেশিকা । আপনি নিজেই ঈশ্বর - পরিকল্পিত এবং পরিচালিত জীবনের পূর্ণানন্দের অধিকারী হবেন ।

আপনার জীবনের জন্য একটি পরিকল্পনা আবিষ্কার গাইড ৪ পাঠ করে এই উত্তর পত্রটি রপূন
দুটি মন্তব্যের একটিকে বেছে নিয়ে বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুন । সত্য বাক্যাংশটির বাম পাশে (**X**) চিহ্ন দিন :

যীশু ছিলেন

_____ বাস্তব ঐতিহাসিক চরিত্র
_____ খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকদের কল্পিত চরিত্র ।

১) যীশু ছিলেন

_____ শুধুমাত্র ঈশ্বর ।
_____ ঈশ্বর এবং মানুষ ।

পিতা ঈশ্বর এবং পুত্র যীশু একসঙ্গে বিরাজ করতেন

_____ অনন্ত কাল থেকে
_____ পিতা পুত্রকে জন্ম দেওয়ার পর থেক ।

২) বাইবেলের ভাববাণীগুলি

_____ খ্রীষ্টের জীবনে অবিশ্বাস্য প্রমাণিত হয়েছে ।
_____ খ্রীষ্টের জীবন , মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সুস্পস্ট দলিল ।

৩) খ্রীষ্ট বৈৎলেহমে জন্মেছিলেন

_____ কুমরী মরিয়মের গর্ভে ।
_____ জনৈকা নারীর গর্ভে , যার কয়েকটি সন্তান ছিল ।

যীশুকে

_____ ইস্রাসেল জাতি সানন্দে মশীহরুপে গ্রহণ করেছিলেন ।
_____ নিজের লোকেরা পরিত্যাগ করেছিলেন ও একজন শত্রহস্তে সমর্পন করেছিলেন ।

ঘটনার শত বছর পূর্বে ভাবাবাদীরা ঘোষনা করেছিলেন

_____ যীশু ক্রুশে মৃত্যবরণ করবেন এবং পুনরুত্থিত হবেন ।
_____ যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে কবরে স্থিতি করবেন ।

৪) আমাদের জীবন সম্পর্কে ঈশ্বরের পরিকল্পনা আমরা জ্ঞাত হই।

_____ আমাদের স্বপ্নের ধরন বিশ্লেষণ করে ।
_____ বাইবেল অধ্যয়ন , দিব্য পরিপর্শ্বিকতা এবং হৃদয়ে ঈশ্বরের সরাসরি কথা থেকে ।

৫) ঈশ্বর আমাদের অন্তরে ভাবসঞ্চার করে পরিচালিত করেন

_____ শাস্ত্রীয় সত্যের ঐক্যতানের মাধ্যমে ।
_____ শুধুমাত্র ভাবাবেগের মাধ্যমে ।